



BANGLA

# বালতির ভেতর সমুদ্র

আভেহি-অ্যাবাকাস রচিত গল্প



eklavya





একলব্য একটি বেসরকারী সংগঠন যা শিক্ষা ও জন-বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে শুরু করে ১৯৮২ সাল থেকে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রেখে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার উপকরণ তৈরি করা যা তারা খেলার ছলে শিখতে পারে। একলব্য চকমক, সন্দর্ভ এবং স্রোত নামে তিনটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশনার কাজেও যুক্ত।

একলব্য শিক্ষা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, শিক্ষার মডিউল, অনুশিলন-বই এবং নানাবিধ বিষয়ে শিশু সাহিত্যের বই প্রকাশ করে।

---

একলব্য ফাউন্ডেশন, জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,  
ভোপাল - 462026 (মপ্র). ফোন: +917552977770-71-72,  
[www eklavya.in](http://www eklavya.in)

আভেহি-অ্যাবাকাস প্রজেক্ট শিক্ষক এবং শিশুদের সাথে স্কুল শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও আনন্দদায়ক করে তোলার চেষ্টা করে, যা তাদের জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে সহায়ক হয়। প্রথাগত স্কুল এবং তার পাশাপাশি কমিউনিটি সেন্টারের মাধ্যমে তারা ব্যাপক স্তরে কাজ করেছে। আভেহি-অ্যাবাকাস-এর তৈরী করা সঙ্গতি নামক শিক্ষক-শিক্ষণ মডিউল বর্তমানে মুম্বই-এর ৭৫০-এরও বেশী পুরসভা-চালিত স্কুলে এবং থানে-র আশ্রম স্কুলে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের বানানো মস্থন নামক একটি সাপ্লিমেন্টারী কোর্স ১৪টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পড়ানো হচ্ছে। লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়ের আদর্শের ওপরেও সংগঠনটি একটি মডিউল তৈরী করেছে।



# বালতির ভেতর সমুদ্র

আভেহি-অ্যাবাকাস রচিত গল্প

বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী

ছবি: দীপা বালসান্নার  
ডিজাইন: প্রীতি রাজগুয়াড়ে



eklavya

দীপা বালসাহার একজন লেখক এবং চিত্রকর। গত ৩৫ বছর ধরে তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রকল্পের সাথেও কাজ করছেন।

প্রীতি রাজওয়াড়ে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার। প্রীতি বেঙ্গালুরুতে থাকেন এবং কাজ করেন। একটি ছোটো কন্যা সন্তানের মা হিসাবে তিনি শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক উপাদান ডিজাইন করার কাজে আরও বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছেন।



## বালতির ভেতর সমুদ্র

Baltir Bhetor Samudra

আভেহি-অ্যাবাকাস রচিত গল্প

বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী

ছবি: দীপা বালসাহার

ডিজাইন: প্রীতি রাজওয়াড়ে

সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)

সম্পাদকীয় সহযোগিতা: টুলটুল বিশ্বাস, বংসী শর্মা

© আভেহি-অ্যাবাকাস, মুম্বাই, www.avehi-abacus.org (Original English text and Illustrations)

‘Sea in the Bucket’ গল্পের বাংলা অনুবাদ যা ইংরেজি এবং হিন্দিতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।

Bangla translation of story ‘Sea in the Bucket’ published in English and Hindi by Eklavya.



অনুবাদ: একলব্য ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী ২০২৪

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

মূল লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রকাশকের নাম উল্লেখ করে অনুরূপ ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অধীনে এই বাংলা বইয়ের কপি করা ও বিতরণ করা বৈধ। এই বই-এর বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যাবে না বা অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যতীত অন্য কোন অনুমতির জন্য প্রকাশকের মাধ্যমে লেখক ও চিত্রশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০২৪ (১০০০ কপি)

কাগজ: ১২০ gsm ম্যাগলিথো এবং ৩০০ gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)

ISBN: 978-81-19771-54-7

মূল্য: ₹ ১০০.০০



এইচ টি পারেক্স ফাউন্ডেশন (H T Parekh Foundation)-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।

প্রকাশক:

একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)

জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,

ভোপাল - ৪৬২০২৬ (মধ্য)

ফোন: +91 755 2977770-71-72

www.eklavya.in

সম্পাদনা ও সংযোজনা:

ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)

কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং - ৩০২,

কালিপার্ক, রাজারহাট, ২৪ পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ,

কলকাতা - ৭০০১৩৬

ফোন: +91 7044705339

মুদ্রণ: আদর্শ প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল; ফোন - +91 755 255 5442





এ হলো সোণু

এটা সোণুর বানতি।





এটা সেই কল  
যার ভিতর দিয়ে জল এসে  
সোনার বালতিতে পড়ে  
আর বালতি ভরে যায়।





এগুলো পাইপ

যার ভিতর দিয়ে জল বয়ে আসে  
আর কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে  
যাতে সোনার বালতি ভরে যায়।





এটা হলো হ্রদ

যেখানে অনেক জল জমা আছে  
যেই জল পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে  
কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে  
আর সোনার বালতি ভরে যায়।





এটা সেই নদী

যেখান থেকে জল বয়ে হুদে যায়  
যেখানকার জমা জল

পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে

কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে

আর সোনার বালতি ভরে যায়।



## এটা হলো পাহাড়

যেখান থেকে নদী শুরু হয়  
আর সেই নদীর জল বয়ে গিয়ে  
হুদে জমা হয়  
সেই জমা জল পাইপের মধ্যে  
দিয়ে গিয়ে  
কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে  
আর সোনার বালতি ভরে যায়।





এগুলো হলো মেঘ

যার থেকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড়ের চূড়ায়

যেখান থেকে নদী শুরু হয়

আর সেই নদীর জল বয়ে

গিয়ে হুদে জমা হয়

সেই জমা জল পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে

কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে

আর সোনের বালতি ভরে যায়।







এটা হলো সূর্য

যার তাপে জল থেকে মেঘ তৈরি হয়

সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে  
পাহাড়ের চূড়ায়

যেখান থেকে নদী শুরু হয়  
আর সেই নদীর জল বয়ে গিয়ে  
হ্রদে জমা হয়ে

সেই জমা জল  
পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে  
কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে  
আর সোনার বালতি ভরে যায়।







এটা সমুদ্র,  
গভীর নীল সমুদ্র,  
যার জল সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে যায়  
সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড়ের চূড়ায়  
যেখান থেকে নদী শুরু হয়  
আর সেই নদীর জল বয়ে  
গিয়ে হ্রদে জমা হয়  
সেই জমা জল পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে  
কলের মুখ দিয়ে বালতিতে পড়ে  
আর সোনার বালতি ভরে যায়।



কিন্তু তারপরে কী হয়?



সোনা যখন স্নান করে  
তখন জল মাটিতে পড়ে...



মাটি সেই জল শুষে নেয়  
সেই জল মাটির ভিতর দিয়ে  
সমুদ্রে পৌঁছায়



সূর্যের তাপে তা মেঘ হয়ে যায়  
মেঘ থেকে পাহাড়ের মাথায় বৃষ্টি হয়  
সেই জল নদী পথে বয়ে এসে হ্রদে জমা হয়

তারপর পাইপ বেয়ে কলের মুখে আসে  
কল থেকে জল পড়ে  
অন্য একটা বালতি জলে ভরে যায়।







সোনা বালতিতে জল ভরতে যায়। কিন্তু কলতলা থেকে  
সে বেরিয়ে পড়ে হ্রদ, নদী, পর্বত ও সমুদ্র ঘোরার  
অ্যাডভেঞ্চারে।

ছবির মজা ও শেষে চমকের মাধ্যমে এই বইটি  
বুঝিয়ে দেয় কী করে নানা জিনিস সুস্থভাবে  
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে এই রঙিন বইটি  
ছোটোদের এবং যারা অতো ছোটো নয় তাদের  
জলচক্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

